দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজগুলো সরিয়ে ফেলা

॥ নিজামুল হক ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ এবং এর অধীন থেকে কলেজগুলোকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বর্তমান সরকার। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১ হাজার ৮শ কলেজ ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা নিয়ে অনিশ্চতা দেখা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে গৃহীত কমিটি কোন সাড়া পাচ্ছেন না দেশের শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের কাছ থেকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তার অধীন থেকে কলেজগুলো সরিয়ে নেয়ার বিরোধিতা করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ শিক্ষকরা সরকারের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছেন। এছাড়া বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা এবং প্রতিবাদও আসছে প্রতিনিয়ত। এসব কারণে কমিটিও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে।

কমিটি গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তিনটি সভা করলেও নতুন কোন সভার তারিখ নির্ধারণ করেনি।

যে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ছাড়া বাকি তিনটি (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিচালনায় কোন অভিজ্ঞতা নেই। কমিটির কয়েকজন সদস্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করছেন। তবে তারা জানিয়েছেন, সরকার জোরালোভাবে চাইলে তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে। কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মোবারক বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে কলেজগুলো সরিয়ে নেয়া হলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স করা যাবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিবাদ আসার পর ইউজিসি কোন সভা আয়োজন করেনি। তিনি জানান, অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিতে হলে অনেক জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮শ কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কলেজগুলো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিয়ে